গতকাল ঢাকায় আগমনের পর জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনকে লাল গালিচা অভ্যর্থনা জানানো হয় -মোহাম্মদ আলম

লাল গালিচা সংবর্ধনা

আমীর খসরু ॥ *মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম জেফারসন ক্লিনটনকে গতকাল (সোমবার) জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে উষ্ণ, প্রাণঢালা লালগালিচা সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানান।*

প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন সকাল সোয়া ১১টায় বিশেষ বিমানযোগে দিল্লী হইতে ঢাকা আসিয়া পৌঁছান। আর বাংলাদেশ সফরের মাধ্যমেই তাঁহার দক্ষিণ এশিয়ার সপ্তাহব্যাপী সফর শুরু হয়। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন বিমান হইতে নামিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে স্বাগত জানাইয়া একুশবার তোপধ্বনি করা হয়। তাঁহার সহিত পররাষ্ট্র মন্ত্রী মেডিলিন অলব্রাইট ও বাণিজ্যমন্ত্রী উইলিয়াম এম ডেলিসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও ঢাকা আসেন। বিমান হইতে নামিবার পরে সিরাজগঞ্জের ছোট্ট স্কুলছাত্রী

অরনী বিনতে কবির তাহাকে ফুলের তোড়া দেয়। বিমান বন্দরে মার্কিন রাষ্ট্রদূত জন সি হোলজম্যান উপস্থিত ছিলেন।

ইহার পরে প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁহাকে সালাম গ্রহণের জন্য অভিবাদন মঞ্চে নিয়া যান। সেখানে তিনি তিন বাহিনীর একটি চৌকস দলের দেওয়া গার্ড অব অনার গ্রহণ এবং পরিদর্শন করেন। এই সময় ব্যান্ডে দুই দেশের জাতীয় সংগীত বাজান হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিমান বন্দরে আগত মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্য, পদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের পরিচয় করাইয়া দেন। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনও প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সহিত তাঁহার সফরসঙ্গীদের পরিচয় করাইয়া দেন।

বিমান বন্দরে মন্ত্রিসভার সদস্য আবদুস সামাদ আজাদ, জিল্লুর রহমান, সাজেদা চৌধুরী, আমির হোসেন আমু, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমদ, মোহাম্মদ নাসিম, এস এ এম এস কিবরিয়া, এ এস এইচ কে সাদেক, মতিয়া চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, শেখ সেলিম, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা এস এ মালেক, সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত, ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফ, প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, আবুল হাসান চৌধুরী, ডীন অব ডিপলোমেটিক কোর সাহতা জেরাব, তিন বাহিনী প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

১১-৪২ মিনিটে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন এক বর্ণাঢ্য মোটর শোভাযাত্রা সহকারে বিমান বন্দর ত্যাগ করেন।

প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন তাঁহার আগমনের নির্ধারিত সময়ের এক ঘন্টা দেরীতে ঢাকায় আসিয়া পৌঁছান। সকাল সোয়া ১০টায় তাঁহার সফরসঙ্গী দেড় শতাধিক সাংবাদিক এবং অন্যদের নিয়া একটি বিমান দিল্লী হইতে ঢাকা আসিয়া পৌঁছায়। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেডিলিন অলব্রাইট ও বাণিজ্যমন্ত্রী উইলিয়াম ডেলিকে লইয়া বিশেষ বিমান এয়ার ফোর্স-ওয়ান সোয়া ১১টায় বিমান বন্দরের মাটি স্পর্শ করে। এয়ার ফোর্স ওয়ান বলিয়া পরিচিত যে বড় আকারের বিমান মার্কিন প্রেসিডেন্টকে সাধারণত বহন করিয়া থাকে ঢাকায় আগত বিমানটি ছিল তাহার তুলনায় ছোট। বিমান বন্দরে হোয়াইট হাউজের একজন প্রেস কর্মকর্তা জানান, ইহাও বিশেষ প্রেসিডেন্সিয়াল জেট।

বিমান বন্দরের আনুষ্ঠানিকতা শেষে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন নির্ধারিত দুইটি গাড়ীতে না উঠিয়া একটি জীপে উঠেন। ঐ দুইটি গাড়ীতে মার্কিন প্রেসিডেন্টের পতাকা ও জাতীয় পতাকা দেওয়া ছিল। কর্মকর্তারা বলেন, নিরাপত্তার জন্যই এমনটি করা হইয়া থাকে। বিমান বন্দরে ভিভিআইপি টার্মিনালে নজীরবিহীন নিরাপত্তা গ্রহণ করা হয়। পুরা বিমান বন্দর এলাকায় মার্কিন এবং বাংলাদেশের নিরাপত্তা কর্মীদের নিশ্ছিদ্র ও কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়।

বিমান বন্দরে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিকৃতি শোভা পাইতেছিল।

বিমান বন্দরের বাহিরের রাস্তার দুই ধারে রাজধানীর বিভিন্ন স্কুলের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী দাঁড়াইয়া প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনকে স্বাগত জানান। এই সময় উৎসুক জনতারও ঢল নামে রাস্তার দুই ধারে। ফেষ্টুন- প্লাকার্ডে যেমন স্বাগত জানাইয়া নানান বাক্য ছিল তেমনি হাততালি দিয়া, শ্লোগান তুলিয়াও প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের উদ্দেশে স্বাগত ধ্বনি দেওয়া হয়। বিমান বন্দরের রাস্তার দুই ধারে মার্কিন পতাকা এবং প্রতিকৃতি স্থান পায়।

দুইজন বাংলাদেশী–

প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের সফরসঙ্গী সাংবাদিক দলের মধ্যে দুইজন বাংলাদেশী রহিয়াছেন। তাহারা ওয়াশিংটন হইতেই প্রেসিডেন্টের সফরসঙ্গী। এই দুইজন হইতেছেন নিউইয়র্কের সাপ্তাহিক ঠিকানার আবদুল মালেক এবং আমেরিকান নিউজ এজেন্সীর সাইদুর রব।

বানারীপাড়ার জলিল হাওলাদারের রহস্যজনক মৃত্যু

বরিশাল অফিস ॥ বানারীপাড়ার শিশু ইয়াসমিন (১২) হত্যা মামলার আসামী জলিল হাওলাদার (৪৫) রবিবার বিকালে ঝালকাঠী শহরের পার্শ্ববর্তী দক্ষিণ চাঁদকাঠী গ্রামে মারা গিয়াছে। কিভাবে তাহার মৃত্যু হইয়াছে সেই ব্যাপারটি এখনও পরিষ্কার নয়। তাহার গলায় দাগ পাওয়া গিয়াছে। ঝালকাঠী পুলিশের মতে ইহা ফাঁস লাগানোর চিহ্ন হইতে পারে। লাশ গতকাল (সোমবার) ঝালকাঠী মর্গে পাঠানো হয়। ইহার পূর্বে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট নীতিশ চন্দ্র সরকারের উপস্থিতিতে থানা বারান্দায় লাশের সুরতহাল সম্পন্ন হয়।

গত বছর ২৫শে জুন জলিল হাওলাদার তাহার প্রতিবেশীর কন্যা ইয়াসমিনকে গুলী করিয়া হত্যা করে। ইহার পর সে আত্মগোপন করেন। সে ঝালকাঠীতে ভাড়াটিয়া বাসায় তাহার দ্বিতীয় স্ত্রীসহ বসবাস করিত। পলাতক জীবনযাপন করার সময় তাহার সহিত আত্মীয়-স্বজন গোপনে সাক্ষাৎ করিত। রবিবার বিকালে সে সেভ করে। এ সময় তাহার স্ত্রী ছিল বরিশালে। সেভ করাকালে চাকরকে সে ঘরের বাহিরে পাঠায়। চাকর গতকাল জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশকে জানায়, সে বিকাল ৫টায় বাসায় ফিরিয়া দেখে গৃহকর্তা মৃত। স্ত্রী জানায়, সে স্বামীর কাজে বরিশালে গিয়াছিল। তাহার মৃত্যু সংবাদ রাতে পৌঁছে বানারীপাড়ায় নিজ বাড়ীতে। তাহার ভাই হাবিবুর রহমান লাশ ঐ রাতেই বানারীপাড়া লইয়া যায়। তাহাদের ধারণা ছিল জলিল স্ট্রোকে মারা গিয়াছে। গতকাল সকালে লাশের জামাকাপড় খোলার পর গলায় দাগ দেখিয়া বানারীপাড়া পুলিশকে জানানো হয়। পুলিশ লাশ ঝালকাঠী থানায় ফেরত নেওয়ার জন্য পরিবারকে উপদেশ দেয়। ঝালকাঠী থানার ডিউটি অফিসার জানায়, একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হইয়াছে। ওসি নিজে মামলার তদন্ত করিবেন। বিভিন্ন সূত্রে বলা হইয়াছে, জলিল ছিল পক্ষাঘাতগ্রস্ত। তাহার পক্ষে আত্মহত্যা করা সম্ভব নয়। পারিবারিক কলহের কারণে এই হত্যা সংঘটিত হইতে পারে। জলিল দ্বিতীয় বিবাহ করার পর মূল বাড়ীতে ঐ স্ত্রীর ঠাঁই হয় নাই।

আমাদের ঝালকাঠী সংবাদদাতা জানান, পোষ্টমর্টেম শেষে জলিল হাওলাদারের মৃতদেহ তাহার দেশের বাড়ী বানারীপাড়ায় পাঠাইয়া দেওয়া হয়। পারিবারিক সূত্র বলিয়াছে হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া তাহার মৃত্যু হইয়াছে। কেউ কেউ সন্দেহ করিতেছে, গলায় ফাঁস লাগাইয়া সে আত্মহত্যা করিয়াছে। অন্যদিকে সুকৌশলে তাহাকে হত্যা করা হইতে পারে বলিয়াও অনেকে সন্দেহ পোষন করেন। বহুদিন ধরিয়া পুলিশ তাহাকে খুঁজিতেছিল।

শেখ হাসিনা যুক্তরাষ্ট্র সফরে আমন্ত্রিত

কূটনৈতিক রিপোর্টার ॥ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন গতকাল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে যুক্তরাষ্ট্র সফরের আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। প্রধানমন্ত্রীর সহিত দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের সময় প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন এই আমন্ত্রণ জানান। দ্বিপাক্ষিক আলোচনার পর সাংবাদিকদের নিকট এই তথ্য প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি জানান যে, তিনি এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন এবং আগামী অক্টোবর মাসে তিনি ওয়াশিংটন সফর করিবেন। দিন-ক্ষণ পরে ঠিক করা হইবে বলিয়া প্রধানমন্ত্রী জানান।

নওয়াজ শরীফ ও তাহার সহযোগীদের প্রাণদন্ড দাবী

করাচী হইত এএফপি ॥ পাকিস্তানের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের বিরুদ্ধে আনীত মামলায় বাদীপক্ষ তাহাকে মৃত্যুদন্ড প্রদানের জন্য আদালতে আবেদন জানাইয়াছে। মামলায় প্রাদেশিক এ্যাটর্নি জেনারেল নওয়াজ শরীফের সঙ্গে আরও ছয় জনসহ অভিযুক্তদের জন্যও অনুরূপ শাস্তি প্রদানের জন্য বলিয়াছেন। জনাব শরীফের বিরুদ্ধে ছিনতাই, সন্ত্রাস, অপহরণ ও হত্যা প্রয়াসের অভিযোগ আনা হয়। অভিযোগের বিবরণ অনুযায়ী নওয়াজ শরীফ ও তাহার সহযোগিরা পাকিস্তানী সেনা প্রধান জেনারেল মুশাররফ পারভেজকে লইয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকারী পিআইএ'র একটি বিমানকে গত ১২ই অক্টোবর করাচী প্রত্যাবর্তনে বাধা দেন। আর ঐ দিনই সেনাবাহিনী পাকিস্তানে ক্ষমতা গ্রহণ করে। ইহার অব্যবহিত আগে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী সেনা প্রধানকে পদচ্যুত করিয়া একজন জুনিয়র জেনারেলকে তাহার স্থলে নিয়োগ করিলে ক্রুদ্ধ সেনাবাহিনী ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ ও তাহার সহযোগিদের গ্রেফতার করে। পরে উড্ডীয়মান পিআইএ'র বিমানটিকে করাচী বিমান বন্দরে অবতরণের অনুমতি দেওয়া হয়।

এই মামলায় বাদী পক্ষকে যুক্তি প্রদর্শনের জন্য আরও দুইদিন সময় দেওয়া হইয়াছে। ইহার পর অভিযুক্ত পক্ষের আত্মপক্ষ সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন শুরু হইবে। ইতিপূর্বে মামলায় নওয়াজ শরীফের আইনজীবীর তাহার সহযোগী ইকবাল রাদকে গুলী করিয়া হত্যা করার কারণে করাচীতে মামলায় অংশগ্রহণে অস্বীকৃতি জানাইলে সপ্তাহকাল বিলম্বের পর উহা পুনরায় শুরু হইয়াছে। সেনাবাহিনী সরকার তাহাদের বাড়তি নিরাপত্তা প্রদানের অঙ্গীকার করার পর আইনজীবীরা আদালতে ফিরিতে সম্মত হন।

সমাবেশ নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে আদালতের সমন

এদিকে, ইসলামাবাদ হইতে রয়টারের এক খবরে বলা হয়, পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি দেশে প্রকাশ্য সমাবেশ ও ধর্মঘটের উপর সামরিক সরকারের নিষেধাজ্ঞার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শনের জন্য গতকাল সোমবার সমন জারি করেন। গত সপ্তাহে সরকারের এ ঘোষণার ব্যাপক সমালোচনা হয়।